সংবাদ

তারিখ 13 NOV 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৪

# শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক অগ্রগতি হয়েছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সরকার উচ্চশিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে বদ্ধপরিকর বলে মন্তব্য করে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছেন, দেশের সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক অগ্রগতি হয়েছে। এর মধ্যে উচ্চশিক্ষার অগ্রগতিও কোন অংশে কম নয়।

অন্যদিকে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, শিক্ষার মান আরও বাড়াতে হবে। একে এমনভাবে উন্নত করতে হবে, যা হতে হবে বিশ্বমানের।

গতকাল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্পের (হেকেপ) অর্জন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দুই মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব এএস মাহমুদ, ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান, বিশ্বব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর ক্রিস্টিন কিমস, ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক মোহাব্বত খান, অধ্যাপক আবুল হাশেম, অধ্যাপক ড. আখতার হোসেন, অধ্যাপক ইউসুফ আলী মোল্লা ও অধ্যাপক ড. দিল আফরোজা বেগম।

এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসি ও বিশ্বব্যাংকের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আবুল মাল আবদুল মুহিত আরও বলেন, বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে। উচ্চশিক্ষার গুণগত মান বাড়ানো তাগিদ দিয়ে তিনি বলেন, দেশের সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক অগ্রগতি হয়েছে। এর মধ্যে উচ্চশিক্ষার অগ্রগতিও কোন অংশে কম নয়। উচ্চশিক্ষায় গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'নতুন কিছু আবিষ্কার করতে হবে; যা মানুষের শিক্ষা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

## শিক্ষা : ব্যবস্থায়

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

জন্য কল্যাণকর। সেইসঙ্গে কৃষি উন্নয়নে নতুন আবিষ্কারের বিষয়টিও আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে। এসব নিশ্চিত করা গেলে ভিশন-২০২১ অর্জন করা সরকারের পক্ষে সহজ হবে।'

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, 'আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও আমাদের সফলতা কম নয়। আমরা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কারিগরি শিক্ষায় অনেক সফলতা অর্জন করেছি। এখন শিক্ষায় কোন বৈষম্য নেই। ছেলে-মেয়ে সবাই সমানভাবে শিক্ষা অর্জন করতে পারছে। গত কয়েক বছরে শিক্ষায় যুগান্তকারী সাফল্য এসেছে। প্রাথমিকে প্রায় ৯৯ শতাংশ শিশু ভর্তি হচ্ছে। ঝরে পড়া আগের তুলনায় অনেক কমেছে, তবে ঝরে পড়া রোধ করা এখনও চ্যালেঞ্জ।'

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হবে গবেষণার জায়গা। এখানে গবেষণা হবে, গবেষক বের হবে। সরকার উচ্চশিক্ষাকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করবে। তিনি শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নয়নে সবাইকে কাজ করার অনুরোধ জানান।

'উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্পটি' ২০০৯ সালে চালু হয়। এক্ষেত্রে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় দুই হাজার ৫৪ কোটি ৩২ লাখ টাকা, যার ৮৭ শতাংশ অর্থের জোগান দিয়েছে বিশ্বব্যাংক আর বাকি ১৩ শতাংশ দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার।